আলমডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে সিভিল সার্জন হাদী জিয়াউদ্দিন

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও হারদী নূরানী মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

বুধবার সকাল ১০টার সময় সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়াউদ্দিন আহমেদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি অন্তঃবিভাগে সিনিয়র স্টাফ পরিচালিত স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন।

অবশেষে তিনি হারদী নূরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে টিসিভি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইনের নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। উভয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। শ্রী সুধাংশু কুমার ব্যানার্জীকে আহ্বায়ক এবং শ্রী দিলিপ কুমার চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে ২৬ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

গত ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আহ্বায়ক স্বপন কুমার চক্রবর্তী এবং সদস্য সচিব চির কুমার সাহা আগামী ৯০ দিনের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেন। আলমডাঙ্গা

উপজেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বিজেষ কুমার রামেকা, সদস্য শ্রী অশোক কুমার দত্ত, কৃষ্ণ বিশ্বাস, শিপরা বিশ্বাস, তন্ময় পাল, অমিত ব্যানার্জী, কন্দনা দত্ত, বুদ্ধ দেব সিংহ রায়, শংকর বিশ্বাস, দয়াল পাত্র, শুশিল পাত্র, অলোক দত্ত, শুম্ভু ধর, অয়ন ধর, তন্ময় ধর, শংকর ধর, রাজন দাস, কৃষ্ণ কুমার দাস, প্রবীর কুমার সাহা, সৌমেন কর্মকার, তপন কুমার সাহা, পরিতোষ সাহা, ছিদাম পাল, শ্রী বিধান চন্দ্র বেত আগামী ৯০ দিনের জন্য এ কমিটির অনুমোদন করেন এবং ৯০ দিনের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূনাঙ্গ কমিটি গঠন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র মতবিনিময় সভায় শরিফুজ্জামান শরিফ

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ। তিনি বলেন, বিএনপি সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আকতার হোসেন জোয়ার্দ্দার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জননেতা শরিফুজ্জামান শরীফ।

ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার মামলা-হামলা করে বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিএনপি জনগণের দল বলে আজ আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনে জনগণের ভোটের মাধ্যমে বিএনপি আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে। সেই ধারাবাহিকতা রেখে বিএনপি’র প্রতিটা কর্মীকে ধানের শীষের বার্তা এলাকার প্রতিটা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, বাড়াদী ইউপি চেয়ারম্যান তোবারক হোসেন। উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, পৌর বিএনপি ও ১৫ টি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বজলুর রশিদ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, আলমডাঙ্গা আসাননগর গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেনের পুত্র বজলুর রশিদ থানায় অভিযোগ করেছেন যে, তার পিতার বৈধ সম্পত্তির উপর শতাধিক উর্দ্ধকাল যাবত তারা ৪ ভাই ও তিন বোন স্বত্ত্ব ভোগ দখল করে আসছে।

একক দখলভুক্ত জমির উপর বহু মূল্যবান মেহগনি গাছ, কাঠাল গাছ রোপন করিয়া তথায় বাগান তৈরী করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে ও ফলাদি গ্রহনে-ভক্ষণে অভিযুক্তগণও সর্বসাধারনের জ্ঞাতসারে আমরা ভোগ দখলে করে আসছি। গত ২০ই জুন সকাল ১০.০০ টার সময় তপশীল বর্ণিত বাগানের জমি জবর দখলের উদ্যেশ্যে বেআইনী শক্তির মহড়া দেখিয়ে রামদা, কোদাল, কোড়াল, গাসুয়া ও লাঠিশোটা ইত্যাদি অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অনধিকার প্রবেশ করিলে আমি আমার নিজস্ব লোকজনসহ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। অবৈধ দখলদাররা হলেন, একই গ্রামের অহিদুল মন্ডলের ছেলে নাজিবুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, এনামুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, চাঁদ আলী ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে জায়েদুল ইসলাম, সৌরত ইসলাম, এবং নাজিবুল ইসলামের ছেলে নান্নু।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে ৪৯৮/২০২৫ নং মামলা রুজু করেছে। আদালত তপশীল বর্ণিত জমিতে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলমডাঙ্গার উপর দখলী

প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে সাময়িকভাবে অভিযুক্তগণকে তপশীল বর্ণিত জমিতে অনধিকার প্রবেশে বিরত থাকা নোটিশে অবগত করালেও অভিযুক্তগণ খানার নির্দেশ অমান্য করিয়া একর পর এক বসত বাড়ীর চারিপাশসহ তপশীল জমি জোর পূর্বক দখল করার জন্য অকথ্য তথা বিশ্রি ভাষায় গালি গালাজ, আমার জান মালের ক্ষতির সর্ব রকম প্রচেষ্টা চালায়। অভিযুক্তদের দ্বারা সার্বক্ষনিক অতংকিত ও ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় থাকে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানাকে বারংবার বজলুর রশিদ ও তার বড় ভাই মোঃ লিয়াকত আলী বলা সত্ত্বেও, অজ্ঞাত শক্তি ইশারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। কিংবা আদালতের আদেশে পুলিশী হস্তক্ষেপ অবমাননার কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ অতিঃ ম্যাজিঃ আদালতে কিংবা জুডিশিয়াল আদালতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। তপশীল জমির সহকারী কমিশনার ভূমির দখলী প্রতিবেদন তাদের অনুকুলে আছে বলে জানান। তিনি ও তার পরিবারবর্গ পুলিশী সার্বিক সহযোগীতা চেয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় অ্যালকোহলের বড় চালানসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে বড় ধরনের হোমিওপ্যাথিক অ্যালকোহলের চালান জব্দ হয়েছে।

গতকাল রোববার গভীর রাতে উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের নিমতলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ব্যাটারিচালিত একটি পাখিভ্যান থেকে ২১৬ বোতল কর্কযুক্ত অ্যালকোহল উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয় ফেলু মন্ডল (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে।

আটক ফেলু মন্ডল কুটিপাইকপাড়া গ্রামের মৃত ওয়াছ উদ্দিনের ছেলে। পুলিশ জানায়, রাতে বিশেষ তল্লাশির সময় সন্দেহজনকভাবে চলাচলকারী একটি পাখিভ্যান থামানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে ভ্যানের ভেতর

কার্টুনে রাখা শতাধিক বোতল অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়। তবে আরও তিন সহযোগী পালিয়ে যায়।

অভিযান পরিচালনা করেন, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মো. মাসুদুর রহমান পিপিএম-এর নেতৃত্বে তিয়রবিলা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই (নিঃ) মানিক কুমার শিকদার ও তার সঙ্গীয় ফোর্স।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে তৎপরতা চলছে।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্ডাডলসহ গ্রেফতার-৩

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে পনেরো পিচ ট্যাপেন্ডাডলসহ গ্রেফতার হয়েছে ৩ জন।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মুহাঃ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ ফিরোজ আলী এবং আসমানখালী পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল করাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন ভোগালাই বগাদী গ্রামস্থ জনৈক আনসার আলী এর বাড়ীর সামনে ইটের ছলিং রাস্তার উপর হতে আসামী মৃত আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মোঃ আসাদ সর্দার(২৩), আনছার আলির ছেলে মোঃ সেন্টু আলী(৩৫), ফজলু হকের ছেলে মিলন(২৫) গ্রেফতার করা হয়।

গত শনিবার দিবাগত রাত ১টার সময় তাদের কাছে সর্বমোট ১৫ পিচ মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ১০ লক্ষাধিক টাকার গাছ ১ লাখে বিক্রি

আলমডাঙ্গায় ১০ লক্ষাধিক টাকার ৭ টি মূল্যবান গাছ মাত্র ১ লক্ষ টাকায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। আলমডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ সড়কের সাতকপাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে বেলগাছি অভিমুখে নামমাত্র দরপত্রের মাধ্যমে গাছ কাটার অভিযোগ ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার ৭টি মূল্যবান গাছ মাত্র ১ লাখ টাকায় দরপত্রের মাধ্যমে কেটে ফেলা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এ গাছগুলো অকারণে কেটে ফেলা হয়েছে, যা পরিবেশ ও জনস্বার্থবিরোধী।এই গাছ কাটার জন্য প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে আলমডাঙ্গাবাসী। গাছ কাটার প্রতিবাদে গতকাল রবিবার দুপুরে স্থানীয়দের উদ্যোগে “সম্মিলিত আলমডাঙ্গাবাসী” ব্যানারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, “চুয়াডাঙ্গা একটি দুর্যোগপ্রবণ জেলা। এখানে গরমে প্রচণ্ড গরম আর শীতে প্রচণ্ড ঠান্ডা দেখা দেয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। অথচ চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের টেন্ডারের মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিকভাবে গাছ কাটা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী চার ইঞ্চি রেখে গাছ কাটার কথা থাকলেও বাস্তবে ৫-৬ ফুট গভীর করে কেটে ফেলা হয়েছে, যা সড়কের ভাঙনের ঝুঁকি তৈরি করেছে।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, টেন্ডারে ৭টি গাছ কাটার অনুমতি থাকলেও এর মধ্যে সুস্থ ও ব্যবহারযোগ্য গাছও কেটে ফেলা হয়েছে। টেন্ডারে গাছের মূল্য নির্ধারণ করা হয় মাত্র ১ লাখ ৭ হাজার টাকা, অথচ বাজারমূল্যে এর মূল্য ছয় থেকে সাত গুণ বেশি। এতে স্পষ্ট অনিয়ম ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত মেলে।

অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান দাবি জানান— কাটা গাছের গর্ত দ্রুত ভরাট করা, সংশ্লিষ্ট ইজারাদারের লাইসেন্স বাতিল করা এবং টেন্ডার থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে আলমডাঙ্গায় নতুন করে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “প্রশাসন উদ্যোগ না নিলে আমরা নিজেরাই নির্বাচিত স্থানে গাছ লাগাব।”

অনুষ্ঠান শেষে প্রতীকীভাবে মেহগনি ও আম গাছ রোপণ করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষ বড় বড় গাছ বিনা কারণে কেটে ফেলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান।

আলমডাঙ্গায় দুটি প্রতিষ্ঠানে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও খাদ্যপণ্যের বাজারে শৃঙ্খলা আনতে ভোক্তা-অধিকারের তদারকি অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়। গতকাল রবিবার সকাল ১২টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উপজেলার মুন্সিগঞ্জ এলাকায় এ অভিযান চলে।

অভিযান চলাকালে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মিষ্টি তৈরি ও সংরক্ষণের অভিযোগে শ্রী উজ্জ্বল কুমার সাহার প্রতিষ্ঠান মেসার্স মদন মহন মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে, লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে DTSI মবিলের দাম বেশি নেওয়ায় মো. গোলাম মোস্তফার প্রতিষ্ঠান তাজ মটরসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সব মিলিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এসময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবিষ্যতে ভোক্তার অধিকার ক্ষুন্ন না করার জন্য সতর্ক করা হয়। এছাড়া হোটেল ও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের অবিলম্বে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল

হাসান। সহযোগিতায় ছিলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে— ভোক্তা স্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের উদ্যোগে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের উদ্যোগে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে যুব ফোরামের খুলনা বিভাগীয় উদ্যোগে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়েছে। খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। গতকাল সকাল দশটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার এম সবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে যুব ফোরাম এর সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা জলবায়ু যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় খুলনা বিভাগের দশটি জেলায় মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আজকের উদ্বোধনী কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা এখানে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করেছি। আমাদের লক্ষ্য শুধু গাছ রোপণ নয়, আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এম সবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটির উপদেষ্টা মোঃ আজিজুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি শাহরিয়ার হোসেন জয়, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ঈশান

বাবু, যুগ্ম সম্পাদক তানিয়া আফরোজ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং যুব ফোরামের সদস্যরা।

প্রধান শিক্ষক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান এ সময় যুব ফোরামের এ মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, “মাসব্যাপী এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। যুব ফোরামের পক্ষ থেকে এমন কার্যক্রম আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। যুব ফোরাম এর সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যুব ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাসব্যাপী এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ এলাকা এবং জনসাধারণের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলাই যুব ফোরামের মূল লক্ষ্য।

আলমডাঙ্গায় স্বনামধন্য শিল্পপতি গিরিধারী লাল মোদীর অন্ত্যোষ্টিকার্য সম্পন্ন

আলমডাঙ্গার কৃতিসন্তান শিল্পপতি দানবীর বাবু গিরিধারী লাল মোদির অন্তেষ্টিক্রিয়া গতকাল বেলা ২টার সময় সম্পন্ন হয়েছে। তার সৎকাজ করান নেপাল থেকে আগত ঠাকুর পবন কুমার সানহাই। গতকাল আলমডাঙ্গা মহাশ্মশানে তার মরদেহ দাহ করা হয়।

তার আত্মীয় দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভারত থেকে আগত তার বড় ভাই বাবু ওংকার লাল মোদি, জামাই আনন্দ বাবু, লক্ষন শর্ম, কিষন শর্ম, লক্ষন মোদি, গনেশ লাল মোদি, ছোট ভাই বিজয় লাল মোদি। এর আগে উত্তরা ট্রেডার্সের ভিতরে তার মরদেহ রাখা হলে তাকে একনজর দেখতে আসেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, পৌর

বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামাতের প্রার্থী এ্যাড, রাসেল, পৌর জামাতের আমির, উপজেলা জামাতের আমির শফিউল আলম বকুল, জামাতের নেতা সাবেক চেয়ারম্যান দারুস সালাম, বিএনপি অপর অংশের নেতা শেখ সাইফুল ইসলাম, বীর মুক্তিযুদ্ধা ডাক্তার শাহাবুদ্দিন, জাসদ নেতা সাবেক পৌর মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, কাজী রবিউল হক।

বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম, খন্দকার শাহ আলম মন্টু, আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি, বাবু প্রশান্ত অধিকারী, লিপন বিশ্বাস, ডাক্তার গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

এছাড়াও তার দাহ কাজে অংশ নিতে নেপাল, ভারত সহ ঢাকা থেকে বহু শিল্পপতি অংশ নিয়েছিল। এছাড়াও খুলনা, নোয়াপাড়া, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, চিলাহাটি, বগুড়া, সন্তাহার সহ উত্তরবঙ্গের বহু ব্যাবসায়িগণ তাকে একনজর দেখার জন্য এসেছিলেন। এছাড়াও ভারত থেকে তার আত্মীয় স্বজন এসেছিলেন বলে জানা গেছে। তার অবদানের কথা তুলে ধরেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ।

আলমডাঙ্গা কালীমন্দির নির্মাণ, শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণ মন্দির পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বীতল ভবন নির্মাণসহ বহু ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। এলাকার নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান ও আয়োজন তদারকিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতেন। অর্থ, বস্ত্রদানসহ বিভিন্ন দান-খয়রাতের মাধ্যমে তাঁর উদার মানসিকতার পরিচয় সর্বত্র মিলেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও গিরিধারী লাল মোদির অবদান অনস্বীকার্য। কন্যার বিবাহে আগত বরযাত্রীদের রাত্রিযাপনের জন্য নির্মিত অবকাঠামো পরবর্তীতে আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুলের জন্য দোতলা হলরুমে রূপান্তর করে দেন। এছাড়া আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পশুহাট জুনিয়র হাইস্কুল, চুয়াডাঙ্গা প্রদীপন প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনস স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করেন তিনি। আলমডাঙ্গা উপজেলা মহাশ্মশান দালান নির্মাণেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি নওয়াপাড়া স্বশান ঘাট সহ আধুনিক শ্বসনা

নির্মাণ করেছেন।

তাঁর কাকা সত্য নারায়ণ মোদী ছিলেন আলমডাঙ্গার একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী, ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়া সংগঠক, যিনি আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।